কুষ্টিয়ায় যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির আওতায় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কুষ্টিয়ায় গ্রাজুয়েট(এম.বি.বি.এস) প্র্যাকটিশনার/পেডিয়াট্রিশিয়ানদের(কনসালটেন্ট) নিয়ে অনুষ্ঠিত নেটওয়ার্কিং মিটিং বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার দুপুরে শহরের খেয়া রেস্তোরাঁয় এ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ আকুল উদ্দিন।

ব্র্যাক এর সহযোগিতায় জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির অধীনে কুষ্টিয়া সিভিল সার্জন এ কর্মশালার আয়োজন করে। সেমিনারে রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. মো: রফিকুল ইসলাম।

আরও উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা: তাপস কুমার সরকার, সিনিয়র শিশু বিশেষজ্ঞ, কুষ্টিয়ার ছয় উপজেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মেডিকেল অফিসারগণ, ডিস্ট্রিক্ট সার্ভিলেন্স মেডিকেল অফিসার (ডিএসএমও), ব্র্যাক কুষ্টিয়ার জেলা সমন্বয়কারী ও ব্র্যাক কুষ্টিয়ার জেলা ব্যবস্থাপক (টিবি)।

কর্মশালায় জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির মিশন, ভিশন, চ্যালেঞ্জ, চাইল্ড টিবি, ইপি টিবি, টিবি-এইচ আই ভি ও টিপিটিসহ যক্ষা রোগ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ আলোচনা করা হয়।

পরিশেষে কুষ্টিয়া জেলার যক্ষা রোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম আরও বেগবান করতে ও প্রদত্ত সেবার মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল পরিদর্শনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক

স্বাস্থ্য খাতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ‘স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাতীয় পুরস্কার ২০২৪’ দিচ্ছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। তারই ধারাবাহিকতায় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ‘জাতীয় পুরস্কার” প্রদানের অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস শাখার অধীনে হেলথ সিসটেম স্ট্রেন্থথেনিং কার্যক্রমের আওতায় নির্বাচিত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সার্বিক অবস্থার উপর ফিজিক্যাল এসেসমেন্ট পরিদর্শন করা হয়।

রবিবার সকালে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (এমআইএস) অধ্যাপক ডাঃ মোঃ শাহাদত হোসেনের নেতৃত্বে পরিদর্শক টিমদের সাথে নিয়ে পরিদর্শন করেছেন।

হাসপাতালের সকল বিভাগের কাজ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ সকল কক্ষ ঘুরে দেখেন। পরিদর্শক দলটি, হাসপাতালের সামগ্রিক পরিচ্ছন্নতা ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করেন ও বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেন।

পরিদর্শনকালে সাথে ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সিনিয়র সহকারী সচিব ডা: মোঃ রফিকুল ইসলাম, সহকারি পরিচালক ডাঃ মোঃ নাসির উদ্দিন এবং কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা: তাপস কুমার সরকারসহ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সকল কনসালটেন্টগণ, সকল মেডিকেল অফিসার এবং সকল কর্মকর্তা কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা: তাপস কুমার সরকার জানান, রবিবার সকাল স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ‘জাতীয় পুরস্কার” প্রদানের জন্য মাননীয় বিভাগীয় পরিচালক মহোদয়ের নেতৃত্বে একটি পরিদর্শক টিম স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সার্বিক অবস্থার উপর ফিজিক্যাল এসেসমেন্ট পরিদর্শন করেছেন।

কুষ্টিয়ার স্বাস্থ্য খাতে জনগণের দৌড়গোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে কাজ করে যাচ্ছি। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়ের পুরুস্কারের স্বীকৃতি পেলে পেলে আমাদের কাজের উৎসাহ আরো বেড়ে যাবে।

হাসপাতালের সকলকে সাথে নিয়ে আন্তরিকতা ও সৌহাদ্যপূর্ণ মনোভাবে কাজ করে যাচ্ছি। ইতিমধ্যেই আমরা খুলনা বিভাগের মধ্যে সেরা অবস্থানে রয়েছি এবং সারাদেশে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা: আকুল উদ্দিন জানান, সম্মানিত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (এমআইএস) অধ্যাপক ডাঃ মোঃ শাহাদত হোসেন অত্র হাসপাতাল পরিদর্শন করেন।

তিনি হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে গমন করেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সংগে মতবিনিময় করেন এবং হাসপাতালের সেবামানের বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

কুষ্টিয়ায় ফলের দোকানে যৌন উত্তেজক ওষুধ,জরিমানা আদায়

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ফলের দোকানে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ‘ হিট জেনসিন প্লাস ‘ রাখার অপরাধে রিমন হোসেন (২৪) নামে এক ব্যবসায়ীকে দুই হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

রোববার (২৫ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে কুমারখালী বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন গোলচত্বর এলাকার লামিয়া কনফেকশনারী এন্ড ফল ভান্ডারের মালিক রিমন হোসেন (২৪) কে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ অনুযায়ী জরিমানা করা হয়। এছাড়াও ৩০ বোতল নিষিদ্ধ ওষুধ ধ্বংস করা হয়।

আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আমিরুল আরাফাত। এসময় ভূমি কার্যালয়ের স্টাফরা উপস্থিত ছিলেন।

এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আমিরুল আরাফাত জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে লামিয়া কনফেকশনারী এন্ড ফল ভান্ডারের অভিযান চালানো হয়। অভিযানে ফলের দোকানে নিষিদ্ধ যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ‘ হিট জিনসিন প্লাস ‘ রাখার অপরাধে ফল

ব্যবসায়ীকে ২ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা এবং জব্দকৃত ৩০ বোতল নিষিদ্ধ ওষুধ ধ্বংস করা হয়েছে। জনস্বার্থে উপজেলা প্রশাসনের এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

কুষ্টিয়ায় অমর একুশে বইমেলার উদ্বোধন

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো: এহেতেশাম রেজা বলেছেন, বই মানুষের জ্ঞানকে সমাদৃত করে। এজন্য আমাদের উচিত মানুষকে বই উপহার দিয়ে তাদেরকে জ্ঞান অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করা। তাহলে আমরা একটি শিক্ষিত জাতি গড়তে সক্ষম হবো।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১১টায় মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উপলক্ষে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে কালেক্টরেট চত্বরের শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে ৩দিনব্যাপী বই মেলার উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, শিক্ষা মানুষের অমূল্য সম্পদ। আর শিক্ষা লাভের জন্য আমাদের বেশি বেশি বই পড়তে হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) শারমিন আক্তার।

এ সময় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও মেলা কমিটির আহ্বায়ক কুষ্টিয়া কালেক্টরেটের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা এবং বই মেলায় অংশগ্রহণকারী স্টলের মালিকরা উপস্থিত ছিলেন।
বই মেলায় বিভিন্ন পুস্তক ব্যবসায়ীসহ ৩০টি ষ্টল অংশ নেয়।

কুষ্টিয়ার পদ্মা নদীতে বালু উত্তোলনের দায়ে ৪ জনের কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ার পদ্মা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে চারজনকে ৩ দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দবির উদ্দিন এ আদালত পরিচালনা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলার বাহিরচর ইউনিয়নের ষোলদাগ এলাকার ছামেদুল ইসলাম (৪০), একই এলাকার সোহাগ আলী (৩৮) আলমগীর হোসেন (২৭) ও মাহাবুল ইসলাম (৩৭)।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে কিছু অসাধু বালু ব্যবসায়ী অবৈধভাবে পদ্মা নদীর থেকে বালু উত্তোলন করে বিক্রয় করে আসছিল। অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সদর উপজেলার হাটশহরিপুর ইউনিয়নের ভবানীপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে চারজনকে আটক করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনের ১০ এর (৫) ক ধারায় চার জনকে ৩ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পরে আসামিদের জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।

কুষ্টিয়ায় দিশার সহায়তায় সেলাই মেশিন পেলেন গৃহিণী লতা পারভীন

অভাব-অনটনের সংসারে ঠিকমতো খাবার জোগানো যেন দায় হয়ে পড়েছিল। এ অবস্থায় দরিদ্র পরিবারটির পাশে দাঁড়িয়েছে কুষ্টিয়ার দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা।

দৌলতপুর উপজেলার বাসিন্দা লতা পারভীনের হাতে তুলে দিয়েছে একটি সেলাই মেশিন। সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন তিনি। অন্যের সেলাই মেশিনের সহায়তায় পোশাক তৈরির কাজ করছেন বাড়ীতেই। আর তার এমন উদ্যোমী হওয়ার কথা শুনে এই সেলাই মেশিন উপহার হিসেবে তুলে দেওয়া হয়। এই সেলাই মেশিন দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পথ বেছে নিয়েছেন লতা পারভীন।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে লতা পারভীনের হাতে সেলাই মেশিন তুলে দেন জেলা প্রশাসক মো: এহেতেশাম রেজা।
এসময় দিশা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো: রবিউল ইসলাম, সহকারী পরিচালক এমআর ইসলামসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা প্রশাসক মো: এহেতেশাম রেজা বলেন, অন্যের বাড়ীতে সেলাইয়ের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করা নারীকে সেলাই মেশিন উপহার দিয়ে যে মানবিকতা দেখিয়েছে দিশা সত্যি প্রশংসনীয় কাজ এটি। শুধু এটিই নয়, আর্থসামাজিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে প্রতিষ্ঠানটি। পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে মানবিক কাজের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। তিনি আরও বলেন, দিশা সংস্থা সব সময় মানুষের পাশে থাকে। অসহায়দের খুঁজে বের করে যেভাবে স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করছে, তা নজিরবিহীন। তাদের এই কল্যাণমূলক কাজের ধারা অব্যাহত থাকুক—এই কামনা করি।’

দিশা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো: রবিউল ইসলাম জানান, সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য কাজ করতে ভালোলাগে। এই ভালোলাগা থেকেই মানুষের কল্যাণে দিশা সংস্থা মানুষের পাশে নিবেদিত প্রাণ হিসেবে কাজ করে আসছে। সেলাই মেশিন বিতরণ, হুইল চেয়ার বিতরণসহ নানান ধরনের সামাজিক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের সামাজিক কর্মকান্ড অব্যহত থাকবে।

সেলাই মেশিন পেয়ে আবেগেআপ্লুত হয়ে, লতা পারভীন জানান, সেলাইয়ের কাজ শিখেছি, অন্যের বাড়ীতে কাজ করি। সেলাই মেশিন না থাকায় অন্যের উপর নির্ভর করতে হতো। আজকে সেলাই মেশিন পেয়ে খুবই ভালো লাগছে আমার। এই মেশিন চালিয়ে আর্থিকভাবে সচ্ছল ও স্বাবলম্বী হতে পারবো আমি ও আমার পরিবার। তিনি আরও জানান, দিশার পরিচালকের জন্য নামাজ শেষে দুই হাত তুলে দোয়া করব, যেন আল্লাহ তাদের সব সময় ভালো রাখে।’

কুষ্টিয়ায় সপ্তাহব্যাপী হাঁস মুরগী পালন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন ও সনদপত্র প্রদান

কুষ্টিয়ায় সপ্তাহব্যাপী হাঁস মুরগী পালন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে কুষ্টিয়া পৌরসভার ৩ নং ওয়ার্ডে কুঠিপাড়া বড় ড্রেনের মোড় সংলগ্ন কমিউনিটি সেন্টারে সমাপনী অনুষ্ঠানে সনদপত্র প্রদান করা হয়।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সনদপত্র প্রদান করেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আতিকুল ইসলাম।

‘স্বপ্ন প্রয়াস যুব সংস্থা’র সভাপতি সাদিক হাসান রহিদের সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী যুব উন্নয়ন অফিসার মিজানুর রহমান, প্রশিক্ষক আবুল মিয়া, সংস্থার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ চমক, কোষাধ্যক্ষ তানজিল, সাংগঠনিক সম্পাদক রুম্পা খাতুন প্রমুখ।

পরে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র প্রদান করেন অতিথিবৃন্দ। এতে ৩০ জন উদ্যোমী তরুণ তরুণী অংশগ্রহণ করে।

এর আগে গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি সপ্তাহব্যাপী পারিবারিক হাঁস- মুরগী পালন অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করা হয়।

২০১৮ সালে কিছু উদ্যোমী তরুণদের নিয়ে গঠন করা হয় ‘স্বপ্ন প্রয়াস যুব সংস্থা’র নামের এ সংগঠনটি। এ সংগঠনের মাধ্যমে বেকার যুব ও যুব নারীদেরকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন অফিসের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তুলে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে এ সংগঠনের মাধ্যমে কয়েক শতাধিক বেকার যুব ও যুব নারীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তুলেছেন। ‘স্বপ্ন প্রয়াস যুব সংস্থা’র সভাপতি আত্মকর্মী যুবক সাদিক হাসান রহিদ বলেন, আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রশিক্ষণলব্দ জ্ঞান বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করি।

কোন সরকারী চাকুরীর দিকে না তাকিয়ে বেকার জনগোষ্ঠীদের নিয়ে কাজে নেমে যায়।

সবাই মিলে এই মিরপুর উপজেলাকে এগিয়ে নিতে চাই — কামারুল আরেফীন

কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য কামারুল আরেফীন বলেছেন, সবাই মিলে এই মিরপুর উপজেলাকে এগিয়ে নিতে চাই। আমি এই উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলাম। এখন জনগনের ভোটে এমপি নির্বাচিত হয়েছি। আমি সাধারণ মানুষের সেবা দিতে এসেছি। তিনি বলেন, কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য কাজ করতে হবে। বিভিন্ন গবাদিপশু পালন ও মৎস খামার প্রকল্পের মাধ্যমে বেকার কর্মসংস্থান তৈরি করতে কর্মসূচি গ্রহন করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

আজ সোমবার (১৯ ফেব্রুয়ারী) সকালে মিরপুর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা পর্যায়ের সকল দপ্তর প্রধানদের সাথে মতবিনিময় সভায় তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, আমার এই উপজেলার অবহেলিত মানুষ আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। এই উপজেলার মানুষের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আর সেটি হলো স্বাস্থ্য সেবা। হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে শীঘ্রই মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স্রে ৪১ লাখ টাকার উন্নয়ন কাজ হবে।

তিনি বলেন, আমি সাধারণ জনগনের সেবা ও মিরপুর উপজেলার ভাগ্য উন্নয়নের মাধ্যমে মডেল একটি উপজেলা গড়ার জন্য আপনাদের সাথে নিয়ে কাজ করবো। মানব কল্যাণ ও অবহেলিত মিরপুর উপজেলার ভাগ্যউন্নয়ন এটাই আমার মূল লক্ষ্য।

উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে এমপি

মহোদয় বলেন, আপনারা নিজ স্থানে থেকে মিরপুর উপজেলায় বিভিন্ন ধরনের মডেল প্রকল্প তৈরি করবেন। সেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মাধ্যমে বাস্তবায়নের দ্বায়িত্ব আমার। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে আমি আমার মিরপুর উপজেলায় কৃষি, মৎস,গরীব,আসহায় ও বেকার যুবকদের ভাগ্য উন্নয়নের চিত্র পরিবর্তন করবো। একই সাথে সরকারী কর্মকর্তারা সততার সাথে নিজেকে মেলে ধরে ভালো কাজ করলে বছর শেষে তাদের পুরষ্কৃত করা হবে। আপনাদের সকলের সহযোগিতার মাধ্যমে আমি বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সহযোগিতায় একটি মডেল উপজেলা গড়বো।

মিরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মো. জহুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (ভার:) আবুল কাশেম জোয়ার্দার, সহকারি কমিশনার (ভূমি) মো. হারুন অর রশিদ, উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মর্জিনা খাতুন, উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ উপজেলায় কর্মরত সকল দপ্তর প্রধানগন।

ভেড়ামারায় অবৈধ প্রক্রিয়ায় গুড় তৈরী: দুইটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় অবৈধ প্রক্রিয়ায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গুড় প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ এবং বাজারজাত করায় দুইটি প্রতিষ্ঠানকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে উপজেলার জুনিয়াদহ বাজার ও মালিপাড়া এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল।

তিনি জানান, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গুড় সংরক্ষণ, অবৈধ প্রক্রিয়ায়

আখের গুড় তৈরির অপরাধে ভেড়ামারা উপজেলার জুনিয়াদহ বাজার ও মালিপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে রানা গুড় আড়ৎ এর মালিক আব্দুল গনিকে ৩০ হাজার টাকা এবং আরব আলী গুড়ের কারখানা মালিককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়। একইসাথে প্রক্রিয়াজাত করা গুড় ধ্বংস করা হয়।

তিনি আরও বলেন, অবৈধ প্রক্রিয়ায় পণ্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণ মানুষের জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতি হয় এমন কোনো প্রক্রিয়া- যা আইন বা বিধির অধীন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নিম্নমানের গুড় তৈরি যারা করেন তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চলবে বলেও জানান তিনি।

এসময় জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ আরাফাত আলী এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় ঘাসের জমি থেকে বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ঘাসের জমির ভিতর থেকে উপজেলার ছাতিয়ান ইউনিয়নের পয়ারী গ্রামের মৃত আরশেদ আলীর ছেলে আজিবার (৫৬) লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

সোমবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে উপজেলার আমলা ইউপির অঞ্জনগাছী গ্রামের জোয়াদ্দারপাড়ার ঘাসের জমির ভেতর থেকে লাশটি উদ্ধার করে মিরপুর থানা পুলিশ। এ সময় তার নিকট হতে দুটি লোহার খন্ড উদ্ধার করে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুপুরে কৃষকরা মাঠে ঘাস কাটতে গেলে লাশ দেখে পুলিশে খবর দেন। পরের স্থানীয় চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের উপস্থিতিতে সাধারণ মানুষ জন ব্যক্তিটিকে সনাক্ত করে। নিহত আজিবর রহমান এর শ্বশুর বাড়ি অঞ্জন গাছি এলাকায়। তবে তিনি দীর্ঘদিন ধরে মেহেরপুর জেলার গাংনী নিশিপুর এলাকায় নতুন বিয়ে করে বসবাস করে আসছিলেন। তাকে দীর্ঘদিন এলাকায় দেখা যায় না বলেও জানান স্থানীয়রা।

আমলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান একলিমুর রেজা বলেন, নিহত ব্যক্তি ‘আজিবর চোর’ নামে পরিচিত ছিল । তিনি আগে ও এখনো বিভিন্ন জায়গায় চুরির কাজে যুক্ত ছিলেন বলে জানান তিনি।

ঘটনার ব্যাপারে মিরপুর থানার ওসি মোস্তফা হাবিবুল্লাহ বলেন, সংবাদ পেয়ে আমরা লাশ টি উদ্ধার করেছি। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে, আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।